মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তার অনুসন্ধান

দেশের পোল্ট্রি খাত অভ্যন্তরীন বাজার নির্ভর। আমাদের উদ্যোক্তাদের বেশির ভাগ স্থানীয়। তাদের সাহসী বিনিয়োগের কারণে দেশে মুরগি ও ডিম আমদানি করতে হয় না। বাংলাদেশের কাঁচাবাজারে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মুরগি বিক্রয়, জবাই ও অপরিস্কার পানি দিয়ে প্রক্রিয়াজাত করা হয়-যা জনস্বাস্থ্যর জন্য হুমকি স্বরূপ । দেশের ৯৫% বাজারে পোলট্রি জবাইয়ের নিদিষ্ট স্থান ও বর্জ্য অপসারণের ব্যবস্থা নেই। এ জন্য আধুনিক বিশ্বে কাঁচাবাজারে জীবন্ত মুরগি জবেহ বা প্রসেসিং নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। নিরাপদ মাংস ক্রয়ের জন্য দেশে এক শ্রেণীর ভোক্তার চাহিদার কারণে দেশে ছোট ও বড় পোল্ট্রি প্রসেসিং কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রত্যেক প্রসেসিং কারখানায় কোয়ালিটি কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট থেকে মুরগি জবাইয়ের পূর্বে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রক্রিয়াজাতকরণে উচ্চ স্ট্যান্ডার্ড বজায় এবং প্রতিটি ধাপে অ্যাক্রিডেটেড ল্যাব থেকে নমুনা পরীক্ষা করা হয়।হিমায়িত মাংস শতভাগ নিরাপদ ও হালাল। এ সব দিক বিবেচনায় মুরগির পরিবহণজনিত ওজন লস, পরিবেশ দূষণ রোধ, রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাস, প্রতিযোগিতামূলক দামে মুরগি বিক্রয় ও সর্বোপরি ভোক্তার নিকট সাশ্রয়ী দামে নিরাপদ মাংস সরবরাহের উদ্দেশ্যে উপ-প্রকল্প থেকে প্রসেসিং কারখানা স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য উদ্যোক্তার অনুসন্ধান চলছে (উপ- প্রকল্প থেকে অনুদান হিসেবে ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে এবং উদ্যোক্তাকে ২৫-৩০ লক্ষ টাকা মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনে ব্যয় করার মন মানসিকতা থাকতে হবে)

স্থান – রংপুর জেলা, সদর উপজেলা

মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনে কন্ট্রাক্ট খামারিদের মুরগি ও ডিম বিক্রয় নিশ্চিতকরণপূবর্ক নিরাপদ মাংস ও ডিম উৎপাদন এবং ভোক্তাদের মাঝে নিরাপদ ও হিমায়িত মাংস সরবরাহ বৃদ্ধি।

ভোক্তাগণ তাদের চাহিদা অনুযায়ী গরু, খাসী, কোয়েল, কবুতর, হাঁস , সোনালী, ব্রয়লার ইত্যাদির মাংস প্রক্রিয়াজাত প্ল্যান্ট থেকে ক্রয় করতে পারবে।

উদ্যোক্তা নিবাচন প্রক্রিয়া :

- আধুনিক ডিজাইন মোতাবেক প্রসেসিং প্ল্যান্ট স্থাপন করার আর্থিক সক্ষমতা উদ্যোক্তার থাকতে হবে।
- আগ্রহী উদ্যোক্তার বাজার সংলগ্ন মেইন রাস্তার পাশে নিজেস্ব অথবা লিজকৃত কমপক্ষে ৩ কক্ষ বিশিষ্ট ঘর থাকতে হবে। মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্লান্ট স্থাপনে জায়গাটি উঁচু, পানি নিস্কশনের সুবিধাসহ বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

- উদ্যোক্তার পোলট্রির বানিজ্যিক খামার, পোলট্রি ক্রয়/বিক্রয় এবং মাংস ব্যবসার সাথে কমপক্ষে ১০ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- উদ্যোক্তাকে সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- উদ্যোক্তার পরিবারের তরুন শিক্ষিত এবং বাজার সংযোগ কার্যক্রমে সহযোগিতা করতে পারে এমন সদস্য থাকলে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
- চলমান ব্যবসায় কমপক্ষে ৩০ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ থাকতে হবে।
- উদ্যোক্তার ব্যবসা সংশ্লিষ্ট নথি যেমন- ট্রেড লাইসেন্স, ব্র্যান্ড নিবন্ধনসহ টিন সার্টিফিকেট ইত্যাদি সনদ থাকতে হবে।
- কন্ট্রাক্ট ফার্মিং পদ্ধতিতে কাজ করতে আগ্রহী এবং এ ধরনের উদ্যোগ অন্যকে প্রদর্শনের সুযোগ দেওয়ার মনোভাব থাকতে হবে।
- প্লান্টটি স্থাপনে পরিবেশ বান্ধব ভাবে যথাযথ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার সুযোগ থাকতে হবে।
- হালাল, বিএটিআই, হ্যাসাপ সনদায়ন নিয়ে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং উৎপাদিত নিরাপদ মুরগির মাংস স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে দেশব্যাপী বিভিন্ন বায়ারের মাঝে বিক্রয় করতে হবে এবং আনলাইন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে মাংস ও ডিম বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে।
- ব্রান্ড উন্নয়নের মাধ্যমে প্রসেসিং প্ল্যান্ট এ হিমায়িত মাংস উৎপাদন করা হবে। বায়ারদের চাহিদা অনুযায়ী উইং, রান, বুকের মাংস, লেগ পিস ইত্যাদি ক্যাটাগরির ১০ টি বা তার অধিক পণ্য উৎপাদন করা হবে। ক্রমান্বয়ে এখানে গরু, ভেড়া, মহিষ ও ছাগলের হিমায়িত ও প্যাকেটজাত মাংস উৎপাদন করা হবে।
- প্ল্যান্টের মোট খরচের ২৫% প্রকল্প থেকে বরাদ্দ থাকবে বাকি খরচের ৭৫% উদ্যোক্তা নিজে থেকে ব্যয় করার আর্থিক সক্ষমতা থাকতে হবে।
- প্রকল্পের মেয়াদে কোনক্রমেই ব্যবসা বন্ধ করা যাবে না। ব্যবসা বন্ধ করলে উপ-প্রকল্প থেকে বরাদ্দকৃত অর্থ ফেরত দিতে হবে।

আগ্রহী উদ্যাক্তাগণ আগামী ২০ জুন/২৩ এর মধ্যে নিমোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্যে অনুরোধ করা হল।

কৃষিবিদ ফেরদৌস হাসান প্রধান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক,
মোবাইলঃ০১৭১৮৭৮৭৬২২
আরএমটিপি পোল্ট্রি, প্রজেক্ট
আরডিআরএস বাংলাদেশ, রংপুর